بسم الله الرحمن الرحيم

মিহওয়ার

ত্রৈমাসিক

মিহতওয়ার

জ্ঞানের পুনর্জাগরণ ও নবধারার কাগজ

[নবম সংখ্যা]

কার্তিক-পৌষ ১৪৩২
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫
জুমাদিউল আউয়াল-রজব ১৪৪৭

ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট
معهد التفكر والبحوث الإسلامي
Institute of Islamic Thought and Research

সূচিপত্র

০৭ সম্পাদকীয়

❖ ইসলামী চিন্তাদর্শন

১১ বিশ্বায়নের যুগে ইসলামী চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োগ
প্রফেসর ড. ইসাম আল বশীর
অনুবাদ : মিফতাহুর রহমান

❖ মুসলিম চিন্তাধারা

৩৫ মুতাযিলা ধারার চিন্তাদর্শন
মীর ওয়ালীউদ্দিন
অনুবাদ : জান্নাত আরা তাবাসসুম

❖ উসূল ও মাকাসিদ

৫৫ আল কোরআনে মীযান
প্রফেসর ড. আলী আল কারাদাগী
অনুবাদ : আব্দুস সালাম

❖ ইসলামী জ্ঞানে উসূল

৮১ ইমাম শাতিবী : উসূলের নবায়নে তাঁর চিন্তাধারা
প্রফেসর ড. মেহমেদ গরমেজ
অনুবাদ : বুরহান উদ্দিন আজাদ

❖ আখলাক ও নন্দনতত্ত্ব

৮৯ নৈতিকতার স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার নৈতিকতা
প্রফেসর ড. তারিক রামাদান
অনুবাদ : মুশফিকুর রহমান

❖ রাজনীতি ও অর্থনীতি

৯৯ **মুক্তিসংগ্রাম থেকে রাষ্ট্রগঠন : বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক পাঠ**
হাসান আল ফিরদাউস

১২৯ **মাকাসিদ আশ শরীয়াহর আলোকে উন্নয়নের ধারণা**
নাজিয়া তাসনীম

❖ সমাজ ও সংস্কৃতি

১৫৫ **সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিসংস্কৃতির রাজনীতি : অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াস**
আইনুদ্দীন সাফওয়ান

❖ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও ডি-৮

১৬১ **মধ্যপ্রাচ্যে ইজরাইলী যুদ্ধ : একটি ভূ-রাজনৈতিক পাঠ**
প্রফেসর ড. সামি আল আরিয়ান
অনুবাদ : সালমান মাহফুজ

অন্যান্য

❖ বই পর্যালোচনা

১৮৬ **ওয়ায়েল হাল্লাকের বয়ানে অসম্ভব রাষ্ট্র : ইসলামী রাষ্ট্র ধারণার বাছবিচার**
পর্যালোচক : সা'দ মুসান্না

সম্পাদকীয়

ইতিহাসের পাতায় বাংলার মানুষের রয়েছে এক অনবদ্য বীরত্বগাঁথা। অন্যায়, জুলুম ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ ও আন্দোলন বরাবরই ইতিহাসবেত্তাদের নজর কেড়েছে। আদালত ও শান্তির বারতা নিয়ে ইসলামের আগমনের বহু পূর্বে সেই প্রাচীনকালেও বর্ণবাদী ও জাত-বিদ্বেষী আর্যদের বিরুদ্ধে বাংলার ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলো দ্রাবিড়রা। সেই সেনদেরকে পরাজিত করেই ইসলাম এসেছে এই অঞ্চলে।

বাংলার জনসাধারণ স্বাধীনচেতা হওয়ার কারণে ইসলামী যুগে স্থানীয় শাসকরা বরাবরই দিল্লির করতলে থাকতে অস্বীকার করেছে। এভাবেই আমরা পেয়েছিলাম সুবৃহৎ বাংলা সালতানাত। পরবর্তীতে আফগান শাসন, বারো ভূঁইয়া, সুবা বাংলা ও নবাবী আমল-এর রয়েছে মুসলিম বাংলার সমৃদ্ধশালী ইতিহাস। এই সময়টায় শাসকদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি থাকলেও আপামর জনতা বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই জীবন অতিবাহিত করেছে।

কিন্তু, ১৭৫৭ সালের সেই আম্রকাননে বাংলার উপর জুলুমের যে খড়্গ নেমে এসেছে, তা আজও আমাদেরকে ছেড়ে যায়নি। পরবর্তী ১৯০ বছর আমাদের আলেম সমাজ ইংরেজ শোষকদের জুলুমের বিরুদ্ধে বারবার রুখে দাঁড়িয়েছিলো; সে এক বীরবিক্রম বীরত্বগাঁথার অনবদ্য ইতিহাস। তবুও তাদেরকে আমরা হারাতে পারিনি। সেই ঔপনিবেশিক আমলে ইংরেজরা শুধু রাজনৈতিকভাবেই শোষণ করেনি, বরং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেও আমাদেরকে ধ্বংস করেছে। যার প্রমাণ আমরা ১৯৪৭, ১৯৭১ এবং ২০২৪-এর মতো বড় বড় তিনটে ঘটনার পরেও উপলব্ধি করতে পারছি। জুলুমের বিরুদ্ধে বারবার রুখে দাঁড়ানোর পরেও রাষ্ট্রের কাঠামোগত জুলুমের কাছে আমরা হেরে যাচ্ছি।

বিগত চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। যোগ্য ব্যক্তিত্ব, দক্ষ নেতৃত্ব এবং অভিজ্ঞ রাজনীতিকের শূন্যতা আমাদেরকে এমন নিরাপত্তাহীনতা এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার মাঝে ঠেলে দিয়েছে। এসবের পেছনে অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে, রাজনৈতিক বিপ্লবের পূর্বে যে আমাদেরকে আগে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যোগ্য ও অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে হবে, সেই বিষয়টিই আমরা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি। প্রতিবারই আমরা আমাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক দুর্বলতার কাছে হেরে গিয়েছি। আমরা যদি আমাদের শত্রুকেই ভালোভাবে চিনতে না পারি, তাহলে কীভাবেই বা তার

প্রতিরোধ গড়ে তুলবো? শুধুমাত্র রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন বা ক্ষমতার পালাবদলই যে চূড়ান্ত সফলতা না, তা আজ সকলেই টের পাচ্ছে।

অথচ, চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের পর কি আমাদের শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র নির্মাণের প্রয়োজন ছিলো না? আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন ছিলো না? আমাদের সামাজিক ভিত্তিগুলোকে মজবুত করার প্রয়োজন ছিলো না? জনগণের নিরাপত্তা, প্রশাসনিক অবকাঠামো এবং শিক্ষাখাতকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন ছিলো না? সর্বোপরি, সুবৃহৎ বাংলা সালতানাত এবং একটি মুসলিম সভ্যতার উত্তরাধিকার হিসেবে উম্মাহকে সামনে রেখে আমাদের কি সভ্যতাকেন্দ্রিক রাষ্ট্রের একটি ধারণাকে সামনে রাখার প্রয়োজন ছিলো না?

এর কোনোটাতেই আমরা সফল হতে পারিনি।

তাই এখন আমাদের জন্য প্রয়োজন জ্ঞান ও সভ্যতার পুনর্জাগরণের ভিত্তিকে সামনে রাখা, নিজেদেরকে জ্ঞানতাত্ত্বিক আন্দোলনের শিক্ষার্থী হিসেবে উপস্থাপন করা এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যোগ্য ও অভিজ্ঞ হয়ে গড়ে ওঠা। আমাদের জন্য এখন প্রয়োজন জ্ঞান ও সভ্যতার পুনর্জাগরণের জন্য জাগরিত জ্ঞানকে সামনে রেখে অতীত পর্যালোচনা এবং বর্তমানকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করা। পাশাপাশি, ইসলামী সভ্যতার ইলমী সিলসিলার জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়গুলোকে সামনে রেখে এবং বর্তমান দুনিয়ার তাবত বিষয়াদিকে উপলব্ধি করে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক ভিত্তি-সহ দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে। এর জন্য আবশ্যক জ্ঞানের পুনর্জাগরণ ও যুগসমস্যার যৌক্তিক সমাধান হাজির করা।

এ প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে মিহওয়ার ৯ম সংখ্যা। বরাবরের ন্যায় উম্মতের আলেম ও দার্শনিকবৃন্দের চিন্তা এবং তরুণ সমাজের ভাবনা একই সুতোয় গাঁথার প্রচেষ্টা ছিলো আমাদের। পত্রিকার শুরুটা হয়েছে ইসলামের আলোকে বর্তমান দুনিয়ার বুঝাপড়া নিয়ে। এরপর আমাদের ইলমী সিলসিলার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে আনা হয়েছে। বাদ যায়নি বাংলাদেশও, এসবের পরেই নয়া বাংলাদেশের সামাজিক পাঠ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর শেষ হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্র ধারণার আলোচনা দিয়ে। পাশাপাশি, বরাবরের মতোই রয়েছে রাজনীতি, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলাপ।

'ইসলামী চিন্তা ও দর্শন' বিভাগে রয়েছে সুদানের প্রখ্যাত আলেম, মুতাফাক্কির ও ফকীহ প্রফেসর ড. ইসাম আল বশীরের *"বিশ্বায়নের যুগে ইসলামী চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োগ"* শীর্ষক প্রবন্ধ। গুরুত্বপূর্ণ এ প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন তরুণ অনুবাদক এবং মিহওয়ারের সহকারী সম্পাদক মিফতাহুর রহমান। এ প্রবন্ধে বিশ্বায়নের যুগে ইসলামী চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা ও বাস্তবায়নের পন্থা লেখক অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি 'বিশ্বায়নের অভিঘাতে ইসলামী চিন্তা এখন আর প্রয়োগযোগ্য নয়', এ অভিযোগের যৌক্তিক খণ্ডন করেছেন।

'মুসলিম চিন্তাধারা' বিষয়ে থাকছে '*মুতাযিলা ধারার চিন্তাদর্শন*' শীর্ষক প্রবন্ধ। পাকিস্তানের চিন্তাবিদ মীর ওয়ালীউদ্দিনের গুরুত্বপূর্ণ এ প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন তরুণ অনুবাদক ও সম্পাদক জান্নাত আরা তাবাসসুম। ইসলামী সভ্যতার অন্যতম প্রভাবশালী ধারা, মুতাযিলা ধারার চিন্তাদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ আলাপ উঠে এসেছে এখানে।

'ইসলামী জ্ঞানে উসূল' বিষয়ে থাকছে প্রখ্যাত উসূলবিদ ও মুতাফাক্কির প্রফেসর ড. মেহমেদ গরমেজ রচিত "*ইমাম শাতিবী: উসূলের নবায়নে তার চিন্তাধারা*" নামক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট অনুবাদক এবং জ্ঞান ও সভ্যতাবিষয়ক গবেষক বুরহান উদ্দিন আজাদ। ইসলামী সভ্যতার মহান আলেম ইমাম শাতিবী ও উসূলের ক্ষেত্রে তার চিন্তা ও অবদানের একটি সারচিত্র ফুটে উঠেছে এ প্রবন্ধে।

'আখলাক ও নন্দনতত্ত্ব' বিভাগে অনূদিত হয়েছে প্রখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তাবিদ প্রফেসর ড. তারিক রামাদানের গবেষণা প্রবন্ধ "*নৈতিকতার স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার নৈতিকতা*"। গুরুত্বপূর্ণ এ প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন তরুণ চিন্তক ও গবেষক জনাব মুশফিকুর রহমান। নৈতিকতা আর স্বাধীনতার দার্শনিক মাত্রা নিয়ে এখানে আলোচনা তুলে ধরেছেন লেখক।

'রাজনীতি ও অর্থনীতি' বিভাগে রাজনীতি বিষয়ে রয়েছে "*মুক্তিসংগ্রাম থেকে রাষ্ট্রগঠন : বাংলাদেশের সমাজতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পাঠ*" শীর্ষক প্রবন্ধ। লিখেছেন সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষক এবং মিহওয়ার সম্পাদক হাসান আল ফিরদাউস।

অর্থনীতিতে রয়েছে তরুণ পরিসংখ্যানবিদ ও অনুবাদক নাজিয়া তাসনীমের "*মাকাসিদ আশ শরীয়াহর আলোকে উন্নয়নের ধারণা*" শীর্ষক প্রবন্ধ। মাকাসিদ আশ শরীয়াহর আলোকে উন্নয়নের ধারণা কী এবং মাকাসিদের আলোকে একটি সামগ্রিক উন্নয়নের প্রকল্প কেমন হতে পারে, তা তিনি তুলে ধরেছেন।

সমাজ ও সংস্কৃতি' বিভাগে থাকছে তরুণ চিন্তক আইনুদ্দীন সাফওয়ানের "*সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিসংস্কৃতির রাজনীতি : অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াস*" শীর্ষক প্রবন্ধ। লেখক দেখাতে চেয়েছেন, বাংলাদেশের ভূখণ্ড-মানুষের জীবনাচার ও অন্যান্য চর্চা মিলে এ অঞ্চলের যে আত্মসত্তার সংস্কৃতি তৈরি হয়, যেকোনো আধিপত্যবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই আত্মসত্তার সংস্কৃতিই আমাদের টিকে থাকার রক্ষাকবচ।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও ডি-৮' বিভাগে ফিলিস্তিনের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও গবেষক প্রফেসর ড. সামি আল আরিয়ানের একটি সাক্ষাৎকার অনূদিত হয়েছে। "*মধ্যপ্রাচ্যে ইজরাইলী যুদ্ধ : একটি ভূ-রাজনৈতিক পাঠ*" শীর্ষক এ সাক্ষাৎকারটি অনুবাদ করেছেন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার ও চিন্তক সালমান মাহফুজ। গুরুত্বপূর্ণ এ সাক্ষাৎকারে ফিলিস্তিনের ভূত ও ভবিষ্যত এবং ইজরাইলের আগ্রাসন, মুসলিম উম্মাহর ভূমিকা এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বই পর্যালোচনায় এসেছে একালের অন্যতম আলোচিত তাত্ত্বিক, চিন্তাবিদ ও গবেষক, প্রফেসর ড. ওয়ায়েল হাল্লাকের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *'ইম্পসিবল স্টেট'*। এ গ্রন্থটি পর্যালোচনা করেছেন ত্রৈমাসিক মিহওয়ার এর সহকারী সম্পাদক সা'দ মুসান্না।

পরিশেষে, মিহওয়ারের সাজসজ্জা থেকে শুরু করে সার্বিক বিষয় নিয়ে যেকোনো সমালোচনা পরামর্শ ও পর্যালোচনাকে স্বাগত জানাই। বরাবরের ন্যায় এবারও সময়ের সেরা চিন্তাবিদগণ ও তরুণ চিন্তকদের লেখনীর মেলবন্ধনের মাধ্যমে ইতিহাস ও নতুনত্বের ছোঁয়ায় উপস্থাপিত হবে জ্ঞানের পুনর্জাগরণ ও নবধারার কাগজ মিহওয়ার-এর ৯ম সংখ্যা। মহান রবের নিকট আমাদের চাওয়া, জ্ঞানের পুনর্জাগরণ এবং ইসলামী সভ্যতার জ্ঞানকে উপজীব্য করে নতুন ধারা তৈরির এই মহান আন্দোলনে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু যেন সামান্যতম হলেও অবদান রাখতে পারে।